জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – এপ্রিল ২০১০/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* ওয়াশিংটনে পরমাণু নিরাপত্তা সম্মেলনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বানের আহ্বান
* প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্কুল ও হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়াতে জাতিসংঘের উদ্যোগ
* ভারতীয় নারীদের অল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা দিতে জাতিসংঘের নেতৃত্বে প্রচারাভিযান
* এক ঢিলে দুই পাখি মারার লক্ষ্য ডবি-উএফপির-দারিদ্র্য ও বৈশ্বিক উষ্ণতা

ওয়াশিংটনে পরমাণু নিরাপত্তা সম্মেলনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বানের আহ্বান

১২ এপ্রিল– পরমাণু নিরাপত্তা সম্মেলন উপলক্ষে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আজ ওয়াশিংটনে একত্রিত হচ্ছেন। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বলেছেন, তিনি পরমাণু বিস্তার রোধ এবং পরমাণু অস্ত্র যাতে সন্ত্রাসীদের হাতে চলে না যায় তার ব্যবস্থা করতে বিশ্ব নেতাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাবেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এ সম্মেলনের আয়োজন করতে যাচ্ছেন। এতে যোগ দেওয়ার আগে মহাসচিব নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের বলেন, ‘বর্তমানে আমরা যেসব হুমকির মুখে রয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে পরমাণু সন্ত্রাসবাদ।’

‘সে কারণে ওয়াশিংটনে আমি সব বিশ্বনেতাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাব। মানবকল্যাণের জন্য জরুরি এ বিষয়ে অগ্রগতি অর্জনে তারা আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে আবার একত্রিত হতে পারেন।’

দুই দিনের এ সম্মেলনে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারযোগ্য পরমাণু উপকরণের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পঞ্চাশ জনের মতো প্রতিনিধি ইতোমধ্যে এসে পৌঁছেছেন।

আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বান কি-মুন আবারও জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রতি পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণ ও অন্যান্য বিস্ফোরক ডিভাইস উৎপাদন নিষিদ্ধের চুক্তি নিয়ে অবিলম্বে আলোচনা শুরুর আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা এ সম্মেলনই বহুপক্ষীয় নিরস্ত্রীকরণের আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী একমাত্র সংস্থা।

প্রেসিডেন্ট ওবামা ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ পরমাণু অস্ত্র এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনার অঙ্গীকার করে গত সপ্তাহে নতুন কৌশলগত অস্ত্র রোধ চুক্তিতে (‘নিউজ স্টার্ট চুক্তি’ নামে পরিচিত) স্বাক্ষর করেন।

বান-কি মুন এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘এটি পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে অগ্রগতি ও পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।’

গত সপ্তাহে মধ্য এশিয়া সফরের সময় প্রতীকী প্রদক্ষেপ হিসেবে মি. বান কাজাখস্তানের সেমিপালাতিংস্কে সাবেক সোভিয়েত আমলের একটি পরমাণু পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সে সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ওবামার নতুন নীতিকে স্বাগত জানান।

সেমিপালাতিংস্কে বান-কি মুন বলেন, ওয়াশিংটনে পরমাণু সম্মেলনে তিনি রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের নেতাদের সব ধরনের পরমাণু অস্ত্র ত্যাগ করার আহ্বান জানাবেন।

তিনি বলেন, 'বাস্তবিক অর্থে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ার ওপর জাতিসংঘ প্রাধ্যান্য দিচ্ছে এবং মানবজাতিরও এটি একান্ত কামনা ।'

প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্কুল ও হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়াতে জাতিসংঘের উদ্যোগ

৯ এপ্রিল-১০ লাখ স্কুল ও হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদার করতে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযান শুরু করেছে। কেননা এসব প্রতিষ্ঠানের নিম্নমানের নির্মাণকাজ, নিরাপত্তা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও জরুরি সরঞ্জামের অভাবের কারণে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটতে পারে।

গতকাল ফিলিপাইনের ম্যানিলায় প্রচারাভিযানের উদ্বোধনের সময় মহাসচিব বান কি-মুনের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক বিশেষ দুত মারগারেট ওয়ালস্ট্রম বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যাতে বিপর্যয় ডেকে আনতে না পারে তা নিশ্চিত করতে ওই সব স্কুল, হাসপাতাল ও অন্যান্য গুরুত্বপুর্ণ গণ স্থাপনার নিরাপত্তার মান নিশ্চিত করাটা গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ।'

জাতিসংঘের দুর্যোগ হ্রাস বিষয়ক আন্তর্জাতিক কৌশল (ইউএনআইএসডিআর) '১০ লাখ নিরাপদ স্কুল ও হাসপাতাল' প্রচারাভিযানের আয়োজন করে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভবন মেরামত ও সংস্কার থেকে শুরু করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া ও প্রয়োজনে নিরাপদ নতুন ভবন তৈরি ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম, প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রীর মতো নিরাপত্তা উপকরণ কিনতে তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে এ প্রচারাভিযান শুরু করা হয়েছে।

ইউএনআইএসডিআর বলছে, 'অনিরাপদ স্কুল, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের লোকজন প্রাণ হারানোর সবচেয়ে বড় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।' জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবের কথা উলে-খ করে সংস্থাটি বলছে, 'দুর্যোগের সময় স্কুলের শিশু এবং হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রোগীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে।' কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকির মুখে থাকা দেশগুলোতে দিন দিন প্রলংকারী ঝড় ও বন্যার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিসংখ্যানই এর ভয়াবহতা তুলে ধরে। ২০০৮ সালে চীনের দক্ষিণপশ্চিমে ভুমিকম্পে স্কুলভবন ধ্বসে পড়ে হাজার হাজার শিশু মারা যায়। এ ছাড়া ২০০5 সালে ভারতের কাশ্মীরে ভূমিকম্পে দুই হাজার ৪৪৮ স্কুল ধ্বসে পড়ে এবং সতেরো হাজার শিশু মারা যায়।

গত সেপ্টেম্বরে ম্যানিলা মহানগর এলাকায় মৌসুমি ঝড় 'অন্ধ'র (কেটসানা) কারণে ৪২টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিধ্বস্ত হয়। এতে ১৬ লাখ মার্কিন ডলার ক্ষয়ক্ষতি হয়। একই মাসে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় ৭ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে দুটি বেসরকারি হাসপাতাল ও দুই লাখ ৭০ হাজার অন্যান্য ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অক্টোবরে টাইফুন 'পেপেং'-এর আঘাতে ফিলিপাইনের ৩০টি বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতাল এবং ১০০ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গতকাল প্রচারাভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সংস্থা আসিয়ানের সরকারি কর্মকর্তা, ইউএনআইএসডিআর ও জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডবি-উএইচও) কর্মকর্তা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে কাজ করা অন্যান্য অংশীদাররা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ফিলিপাইন ও আসিয়ানের অন্যান্য দেশের জন্য সহায়তা কামনা করা হয়। তবে বিশ্বব্যাপী এ উদ্যোগ নতুন ২০১০-২০১১ বিশ্ব দুর্যোগ হ্রাস প্রচারাভিযান 'মেকিং সিটিস রেসাইলেন্ট' এর অংশ। আগামী মাসে জার্মানির বন থেকে এ প্রচারাভিযান শুরু করা হবে।

তহবিল সংগ্রহের বাইরেও এ প্রচারাভিযানের মাধ্যমে স্কুল ও হাসপাতালগুলোতে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্রুশিউর বিতরণ থেকে শুরু করে সেমিনার আয়োজনে দাতাদের পাশাপাশি শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, রোগী, চিকিৎসক ও সেবিকা, স্থানীয় লোকজন, বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ও জাতীয় সরকার এবং ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

মিজ. ওয়ালস্ট্রম বলেন, 'ব্যক্তিগত অঙ্গীকার পারস্পরিক অঙ্গীকারের মতোই গুরুত্বপুর্ণ। প্রচারাভিযানের শে-াগান হচ্ছে 'একটি অঙ্গীকার করুন, একটি জীবন বাঁচান'। এটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সরকার পর্যন্ত সবাইকে প্রচারাভিযানে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

ডবি-উএইচও-এর 'সংকটময় মুহূর্তের স্বাস্থ্য পদক্ষেপ' বিষয়ক সহকারী মহাপরিচালক এরিক লারোচে বলেন, 'এ প্রচারাভিযান অনন্য।

কেননা এটি সব স্তরের লোকজনকে তাদের হাসপাতাল ও স্কুল সুরক্ষা এবং সর্বপরি মানুষের জীবন বাঁচানোর সুযোগ দিচ্ছে।' তিনি বলেন, 'জনগণ, সরকার, স্বাস্থ্যকর্মী ও হাসপাতাল কর্মী সবাই সক্রিয়ভাবে ১০ লাখ হাসপাতাল ও স্কুলকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করার উপায় খুঁজে বের করতে পারে।

ভারতীয় নারীদের অল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা দিতে জাতিসংঘের নেতৃত্বে প্রচারাভিযান

৮ এপ্রিল– জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও ভারতের নিম্নআয়ের মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট হাসপাতালগুলোর সংগঠন আজ যৌথভাবে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে হাজার হাজার ভারতীয় নারী ও তাদের পরিবার মানসম্মত মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা পাবে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে দারিদ্র্য দুরীকরণ ও অগ্রগতিকে এগিয়ে নিতে কোম্পানিগুলোকে তাদের বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে উদ্বুদ্ধ করতে ইউএনডিপির অর্থায়নে বিশ্বব্যাপী পরিচালিত 'বিজনেস কল টু অ্যাকশনের' (ব্যাকটা) উদ্যোগের সাথে কাজ করতে 'লাইফস্প্রিং হাসপাতাল'গুলো নাম লিখিয়েছে । এমডিজির আটটি লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র, ক্ষুধা, রোগব্যাধি, মা ও শিশু মৃত্যু এবং অন্যান্য সমস্যা কমিয়ে আনা।

আজকের ঘোষণার মাধ্যমে 'ব্যাকটা'য় যোগ দেওয়া প্রথম স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা হলো লাইফস্প্রিং হাসপাতাল। এর মানে হচ্ছে এখন থেকে ৮২ হাজার নারী ও তাদের পরিবার আরও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পাবে।

বিজনেস কল টু অ্যাকশনের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক নাটালি আফ্রিকা বলেন, 'এমডিজির ক্ষেত্রে মাতৃস্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে খুব একটা অগ্রগতি না হওয়ায় নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বিশেষভাবে গুরুত্বপুর্ণ।'

তিনি আরও বলেন, 'লাইফস্প্রিং হাসপাতালের মতো উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নারীদের কমখরচে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে প্রকৃত, টেকসই অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করছে।'

লাইফস্প্রিং হাসপাতালের প্রতিটি শাখায় ২০ থেকে ২৫টি শয্যা রয়েছে। তারা নিম্নআয়ের মায়েদের বাজারমুল্যের ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ কমমুল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও প্রসবকালীন সেবার পাশাপাশি শিশুদের চিকিৎসা ও টিকা দিয়ে থাকে।

ইউএনডিপির হিসাব অনুযায়ী, ভারতে প্রতি বছর এক লাখের বেশি নারী সন্তান ধারণ করতে গিয়ে মারা যায়। এ ছাড়া গর্ভধারণের কারণে বছরে আরও এক লাখ নারী নানা সংক্রমণে আক্রান্ত হচ্ছে।

মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে এসব মৃত্যু ও জটিলতার বেশিরভাগই এড়ানো সম্ভব। তবে ইউএনডিপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভারতের বেশিরভাগ জায়গায়ই মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়বহুল এবং তা দেশের বহু দরিদ্র জনগণের সাধ্যের বাইরে।

এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে আরো জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মহাসচিব বান কি-মুন। সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে সাধারণ পরিষদের উচ্চ পর্যায়ের বিতর্কের সময় তিনি একটি বিশেষ বিতর্কের আয়োজন করবেন।

এক ঢিলে দুই পাখি মারার লক্ষ্য ডবি-উএর্ফপির-দারিদ্র্য ও বৈশ্বিক উষ্ণতা

৭ এপ্রিল– বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ঠেকাতে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডবি-উএফপি) তাজিকিস্তানের ৮০০ দরিদ্র পরিবারকে চারাগাছ দিয়েছে। কেবল ফলের জন্য নয়, সংস্থার কাজে যেসব গাড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে তা থেকে নির্গত কার্বনের প্রভাব কমাতে ডবি-উএফপির এ উদ্যোগ।

মধ্য এশিয়ায় ৬৩ হাজার ফল, বাদাম ও পাইন গাছ লাগানো হচ্ছে। দুবাইয়ে ডবি-উএফপির পরিবহন দপ্তরের দেওয়া এক লাখ মার্কিন ডলার অনুদানে এসব গাছ লাগানো হচ্ছে। সংস্থার ভাষায় এ কর্মসূচিকে বলা হচ্ছে 'জলবায়ু পরিবর্তনের অনন্য প্রকল্প'।

উজবেকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন তাজিকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের গ্রামগুলোতে ৮০০ বিপন্ন পরিবারকে ডবি-উএফপি ৪০টি করে চারা দিয়েছে। এসব চারার মধ্যে রয়েছে খুবানি, ডালিম, চেরি, তুত, কাঠবাদাম, পেস্তা ও পাইন প্রভৃতি।

চারার যত্ন নেওয়ার ওপর প্রশিক্ষণে দেওয়ার সময় এসব পরিবারকে ডবি-উএফপির পক্ষ থেকে খাদ্য সহায়তাও দেওয়া হবে। তিন বছরে চারাগুলো ফলবান বৃক্ষে পরিণত হলে এ পরিবারগুলো সেখান থেকে প্রথমে তাদের নিজেদের ফলের চাহিদা পূরণ করতে এবং উদ্বৃত অংশ বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। একই সঙ্গে এসব গাছ ডবি-উএফপি যানবাহন থেকে যে কার্বন নির্গত হয় তা শুষে নিতে পারবে।

পুর্বাঞ্চলীয় রাশত উপত্যকায় জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) সঙ্গে যৌথভাবে ডবি-উএফপি ৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষণ ও পরিবেশ সচেতনতা কর্মসুচি পরিচালনা করছে। ১০ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষাথীকে একটি করে খুবানি ফলের গাছ, আপেল বা সফেদা চারা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি চারা গাছের সামনে একটি ফলকে শিক্ষার্থীর নাম লেখা রয়েছে যে এই চারা গাছ বড় করবে এবং এর মাধ্যমে মাটির ক্ষয়রোধে গাছের ভুমিকা সম্পর্কেও শিখবে।

তাজিকিস্তানের বন সংস্থা এ প্রকল্পে সহায়তা করছে। তাদের পদস্থ কর্মকর্তারা সুবিধাভোগী লোকজনকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, ৫০ বছর আগের মানচিত্র ও প্রতিবেদনসহ কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। সংস্থার একটি দল ঘোড়ার পিঠে চড়ে পেস্তা চারাগাছগুলো পাহারা দিবে। গাছের নতুন মালিকদের বছরে মাত্র এক ডলারে ২০ বছরের জন্য জমি লিজ দেওয়ার চুক্তি করেছে।

চারাগাছ পাওয়া ইলমিরা জাফফারভের কাছে এ প্রকল্প স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো। বাজার থেকে একটি ফলের গাছ কিনতে হলে তার পরিবারের কয়েক সপ্তাহের সঞ্চয় খরচ করতে হতো। এখন তাদের ছোট্ট বাগানে ৪৩টি চারা বড় হচ্ছে, যদিও ফল পেতে তাদের তিন থেকে চার বছর অপেক্ষা করতে হবে।

মিজ, জাফফরভ (৫০) বলেন, ‘এই গাছগুলোই আমাদের ভবিষ্যত, যদিও এখনই এগুলো আমাদের ফল দিচ্ছে না। তবে সে পর্যন্ত এগুলো শিশুদের বিনোদন দেবে।’

** ** **